বেসরকারী উদ্যোগে বিনা পয়সায় ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়ন সম্ভব সবুর খান

ইনকিলাব : বৈশ্বিক মন্দা বাংলাদেশের আইসিটি সেক্টরে কী প্রভাব ফেলেছে?

সবুর খান : আমার ব্যক্তিগত ধারণা, বৈশ্বিক মন্দার কারণে দেশের আইসিটি খাত আরও চাঙ্গা হবে। তবে এখনো কিন্তু আমাদের অর্থনীতিতে মন্দার প্রভাব পড়েনি কিছুটা প্রভাব পড়েছে রফতানী খাতের প্রধান অংশ গার্মেন্টস সেক্টর ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানের কারণে। কেননা, এ দুটি সেক্টর থেকেই বৈদেশিক মুদ্রার বড় একটি অংশ এসে থাকে। কাজেই প্রভাব পড়লে আগে এ দু'টি সেক্টরে আঘাত হানাটাই স্বাভাবিক। তবে সরাসরি আইসিটি সেক্টরে এর প্রভাব পড়বে বলে আমার মনে হয় না।

ইনকিলাব : আইসিটি সেক্টরে উৎপাদন ও রফতানীর ক্ষেত্রে কি কিছুটা প্রভাব পড়বে না?

সবুর খান : প্রাথমিকভাবে রফতানী ক্ষেত্রে কিছুটা প্রভাব পড়বে কিন্তু তা দীর্ঘমেয়াদী হবে না। কেননা, সবার যেহেতু আইসিটিকে নির্ভর করেই এগিয়ে যাবার প্রয়োজন হবে। তারপরও আমাদের আইসিটি সেক্টরে যতটুকু প্রভাব পড়বে তা হবে মন্দা সম্পর্কে অনিশ্চয়তা প্রসূত ধারণার কারণে। যেমন কিছু কিছু দেশে মন্দার প্রভাব নেই কিন্তু ভয় আছে। মধ্যপ্রাচ্যের কিছু দেশ পর্যটননির্ভর হওয়া সত্ত্বেও তারা ইনভেস্ট করতে ভয় পাচ্ছে বিধায় সংকট দেখা দিচ্ছে। তবে আইসিটি এখনও খরচ কমানোর প্রধান মাধ্যম।

ইনকিলাব : সামনে বাজেট। একজন আইসিটি সেক্টরের ব্যবসায়ী ও আইসিটি পার্সন হিসেবে এ বাজেটে আইসিটি সেক্টরে কি কি সুবিধা থাকা উচিত বলে আপনি মনে করেন?

সবুর খান : বর্তমান সরকার ইতোমধ্যে আইসিটির সাথে নীতিগতভাবে একমত পোষণ করেছে, যা তাদের নির্বাচনী ইশতেহার ও শ্লোগানে প্রতিফলিত হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, বাজেটে তার প্রতিফলন ঘটবে কিনা? দেখুন, সারাবিশ্বে উন্নয়ন বাজেটের একটি বড় অংশ বরাদ্দ থাকে আইসিটি অবকাঠামো উন্নয়নে। আমরা গত কয়েক বছর ধরে সরকারের কাছে দাবী জানিয়ে আসছি যে, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর অন্তত ২ ভাগ যেন এ সেক্টরের জন্য বরাদ্দ দেয়া হয়। ভারতসহ পৃথিবীর অন্যান্য দেশ এ সেক্টরে এডিপি'র ৫ ভাগ বরাদ্দ দিয়ে থাকে। আর আমাদের এ খাতে বরাদ্দই নেই। মন্ত্রণালয়ের অধীনে সরকার যে পরিমাণ বরাদ্দ দেয় তা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন দিতেই শেষ হয়ে যায়। তাই সরকারের উচিত এ খাতে উন্নয়ন বরাদ্দ দেয়া। পাশাপাশি সরকারকে তার কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রও কম্পিউটারাইজড হতে হবে। কম্পিউটারের উপর থেকে ট্যাক্স তুলে দেয়ার পর এ খাতে বিপ্লব ঘটে গেলেও টোটাল কম্পিউটারাইজেশন এখন পর্যন্ত আমাদের হয়নি। তাই এ বাজেটে চাই বড় অঙ্কের বরাদ্দ ও দিকনির্দেশনা। বাজেটে উল্লেখ থাকতে হবে অবকাঠামো, উন্নয়ন ও বেতন সম্পর্কে। ব্যয় নির্ধারণ করে সুষ্ঠু ও স্পষ্ট বাজেট ঘোষণা এ সেক্টরের অগ্রগতির জন্য জরুরী।

ইনকিলাব : আইসিটি পার্ক, ভিলেজ তৈরীতে প্রত্যেক সরকারের সদিচ্ছার কথা শোনা যায়। এবারের বাজেটে এক্ষেত্রে আলাদা কী করা উচিত?

সবুর খান : আমি ব্যক্তিগতভাবে প্রধানমন্ত্রীর সাথে এ বিষয়ে কথা বলেছিলাম। তিনি আমাকে বলেছিলেন কালিয়াকৈরে আইটি ভিলেজ স্থাপনে তার সরকার রাজি আছে। ইতোমধ্যে অল্প কিছু কাজ সেখানে হয়েছে। বাকি কাজ সরকার সম্পন্ন করে যদি বেসরকারী খাতে দিয়ে দেয় তবে আগামী চার বছরের মধ্যে আইসিটি শিল্পে বিপ্লব ঘটে যাওয়া সম্ভব। আমি ব্যাঙ্গালোরে দেখেছি সেখানকার আইসিটি ভিলেজে পরিবার নিয়ে থাকার জন্য কোয়ার্টার আছে। ব্যাচেলরদের আলাদা কোয়ার্টার আছে। সেখান থেকে কেউ যেতে চায় না। আমাদের

সবার চিন্তা ঢাকার মধ্যেই থাকতে হবে। অথচ আইসিটি ভিলেজের মত আধুনিক সুযোগ-সুবিধা গড়ে উঠলে সেখানে হাজারো প্রোগ্রামার নিশ্চিন্তে কাজ করতে পারবে। তাই আমি মনে করি, সরকারকে সহযোগিতা করতে বেসরকারী উদ্যোক্তাদেরও ভূমিকা থাকবে।

ইনকিলাব : মহাখালী আইসিটি পার্ক...

সবুর খান : হ্যাঁ, তত্ত্বাবধায়ক সরকার মহাখালীর জায়গাটি খালি করেছিলো। আমরা শুনেছিলাম, এটা আইসিটি খাতে দিয়ে যাবেন তারা। কিন্তু বর্তমানে সেখানে আবার বস্তি গড়ে উঠেছে। সরকার যদি সিদ্ধান্ত নিয়ে এ জমিটা প্রাথমিকভাবে আইসিটি সেক্টরের জন্য বরাদ্দ করে দেয় তবে ব্যাপক উন্নয়ন সম্ভব।

ইনকিলাব : ডিজিটাল বাংলাদেশ বলতে কি বোঝায়? ই-গভর্নেন্স ব্যবস্থাটি এর সাথে কতটুকু ও কিভাবে সম্পর্কিত?

সবুর খান : আমি মনে করছি, সরকার কম্পিউটারায়ন চায়, আর স্বাভাবিকভাবেই একটি সরকার পরিচালিত হয় তার মূল নেতৃত্বের মাধ্যমে। এক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ব্যক্তিগতভাবে আইসিটির প্রতি সুনজর রয়েছে। তার ব্যক্তিগত জীবনে আইসিটির ব্যবহার জানা থাকার ফলে ডিজিটাল বাংলাদেশের উপলব্ধি এসেছে। তিনি এটা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছেন, এ খাতে উন্নয়নের মাধ্যমে ব্যাপক কর্মসংস্থান ও সচ্ছলতা আসবে। কাজেই যিনি আইসিটি ব্যবহার করেন তিনি কিন্তু বুঝতে পারবেন এর মাধ্যমে কি করা সম্ভব। যিনি করেননি তিনি কিন্তু এর গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারবেন না। প্রধানমন্ত্রীর এ শ্লোগান বাস্তবায়ন করতে প্রথমে দরকার যারা এটি বাস্তবায়ন করবে তাদের আইসিটি সম্পর্কে জ্ঞান ও স্বদিচ্ছা। আপনার মনে আছে নিশ্চয়ই, গত সরকারও কিন্তু এ সেক্টরকে থ্রাস্ট সেক্টর হিসেবে ঘোষণা করেছিল। তাদের ঘোষিত এ প্রকল্প বাস্তবায়নের পথে প্রধান অন্তরায় ছিল নীতি-নির্ধারকরা। কেননা, তাদের ৯০ ভাগই এ সম্পর্কে ছিলেন অজ্ঞ। কাজেই সে আশঙ্কা কিন্তু থেকেই যাচ্ছে। তাই বাজেট, রোডম্যাপ সর্বোপরি সম্মিলিত প্রচেষ্টা থাকতে হবে।

ইনকিলাব : ডিজিটাল বাংলাদেশ কনসেপ্টটি সরকারের কাছে কতটুকু পরিষ্কার বলে আপনি মনে করেন?

সবুর খান : প্রধানমন্ত্রীর কাছে পুরোপুরি পরিষ্কার সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। কেননা আমার ব্যক্তিগত দু'টি প্রস্তাব ছিল তার কাছে। একটি হলো কালিয়াকৈরে আইটি ভিলেজ তৈরি, অন্যটি সরকারের আইটি ক্যাডার করা। কারণ ভালো ছাত্র কম্পিউটার সাবজেক্টে পাস করার পর সরকারী চাকরি করতে পারে না। সে জানে তার জন্য সেখানে কোন পোস্ট নেই। আছে প্রোগ্রামার পোস্ট। কাজেই সরকার আইটি ক্যাডার করলে একটা ছাত্র জানবে আমি এখানে যোগ দিলে ধীরে ধীরে সচিব হতে পারবো। তিনি আমাকে কথা দিয়েছিলেন তিনি এটি বাস্তবায়ন করবেন। তাই আমার কাছে মনে হয় প্রধানমন্ত্রী ব্যক্তিগতভাবে সচেতন তবে তার পাশে যারা আছেন তাদের অনেকেই এ ব্যাপারে স্বচ্ছ ধারণা রাখেন না।

ইনকিলাব : অর্থাৎ আপনার মতে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে আমলারা বড় বাধা।

সবুর খান : আমি এটাকে ঠিক বাধা বলব না। এটা তাদের অজ্ঞতা। অনেক আমলা ই-মেইল কি জিনিস সেটা জানেন না। কাজেই এটা তাদের অজ্ঞতা।

ইনকিলাব : আপনি বলেছেন, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে হলে কম্পিউটারায়ন করতে হবে। কিন্তু সচিবালয়ের মত গুরুত্বপূর্ণ জায়গাতেই তো কম্পিউটার শো-পিস ছাড়া কিছু নয়।

সবুর খান : দেখুন কম্পিউটার কেনা মানে কিন্তু কম্পিউটারায়ন নয়। কম্পিউটারায়ন বলতে এর সর্বোচ্চ ব্যবহারকে বোঝায়। বাংলাদেশের অনেক মানুষ এখনও মনে করে আমার টেবিলে একটি পিসি থাকা মানে আমার প্রেস্টিজ বৃদ্ধি পাওয়া। তাই কম্পিউটারকে তারা দেখে ডেকোরেশন পিস হিসেবে। আবার অনেকে ব্যবহার বলতে এমএস ওয়ার্ড বা ইন্টারনেটের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেন। তেমনি সরকারী কর্মকর্তাদের মানসিকতা হলো কম্পিউটার লাগুক বা না লাগুক, একটা চাইই। আর লাগলে বড়জোর প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট তৈরী করে দিলাম, ব্যাস। বর্তমানে বিশ্বব্যাপী এমন সব ধারণা বদলে যাচ্ছে। এমনকি পাকিস্তানে পর্যন্ত যারা কম্পিউটার লিটারেট নয় তারা প্রমোশন পাচ্ছে না। এটা সরকারী সিদ্ধান্ত। বাংলাদেশের উচিত কম্পিউটার লিটারেসির পরিমাণ বাড়ানো। এক্ষেত্রে বয়স্ক কম্পিউটার শিক্ষা কার্যক্রম চালানো উচিত।

ইনকিলাব : ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়নে আশু করণীয় কী?

সবুর খান : শুরু করতে হবে সরকারী কর্মকর্তাদের দিয়েই। সরকারের উচিত সকল কর্মকর্তার জন্য কম্পিউটার শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা। এবং সরকারের সকল কার্যক্রম হবে ওয়েব ভিত্তিক।

ইনকিলাব : বেসরকারী উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে বিনা পয়সায় ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল ডিজিটাল এক্সপোতে বিষয়টি খুলে বলবেন কি?

সবুর খান : খুব সহজেই সম্ভব। কিছু কিছু সেক্টর আছে যেখানে সরকার যদি প্রাইভেট সেক্টরকে বলে দেয় আমি তোমাদের কাজ দিলাম তোমরা কাজটা কর। কাজটা শেষ হওয়ার পর এর লভ্যাংশ থেকে একটা অংশ তুমি নিয়ে যাও। তাহলে কিন্তু বেসরকারী উদ্যোক্তারা নিজের পকেটের টাকা খরচ করে আগ্রহ সহকারে প্রকল্প বাস্তবায়ন করে ফেলবে। এতে সরকারেরও অর্থ সাশ্রয় হবে। সরকারকে শুধু নির্বাহী কিছু আদেশ ও সিদ্ধান্ত নিতে হবে মাত্র। যেমনভাবে ক'দিন আগে কাস্টমস, অটোমেশন হলো সরকারকে একটি পয়সাও খরচ করতে হয়নি। রেলওয়েকে আমরা অটোমেশন করলাম এ খাতেও সরকারকে পয়সা খরচ করতে হয়নি। আমরা টিকেট থেকে একটি আর্থিক অংশ শুধু পেয়েছি। এমনভাবে ওয়াসা, পোস্ট অফিস, ডেসা, ভূমি, বিআইডব্লিউটিএ, টেলিকমের মতো যতগুলো কোম্পানী সেবা দিচ্ছে সবগুলো অটোমেশন করা সম্ভব বেসরকারী উদ্যোক্তাদের মাধ্যমে।

ইনকিলাব : বাংলাদেশে সাইবার ক্রাইমের জন্য শক্তিশালী আইন নেই। এমতাবস্থায় ঢালাওভাবে কম্পিউটারায়ন ও ওয়েবভিত্তিক তথ্য আদান-প্রদান কতটুকু নিরাপদ? এতে কি জাতীয় নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়বে না?

সবুর খান : এক্ষেত্রে জাতীয় নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়বে না কোনভাবেই। সরকার চাইলে বিটিআরসির গেটওয়ের মাধ্যমে এসব নিয়ন্ত্রণ করতে পারে আর হ্যাকিং রোধ করতে হলে কয়েক স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা রাখলেই চলে। এ প্রসঙ্গে বলি, ভারতে শুধুমাত্র ওয়েব সিকিউরিটির উপর মাস্টার্স পর্যন্ত পড়ানো হয়। আমরা এখনও চিন্তা করি কম্পিউটার সায়েন্স পর্যন্ত। অথচ পাশের দেশ একই বিষয়ে এগিয়ে গেছে সাত, আট ধাপ। বিশ্বব্যাপী সিকিউরিটির উপর পিএইচডি পর্যন্ত হচ্ছে। কারণ তারা উপলব্ধি করছে যে, আমি যদি নিরাপত্তা দিতে না পারি তাহলে আমার তথ্য সরবরাহ কোনভাবেই নিরাপদ নয়।

ইনকিলাব : এক্ষেত্রে সাইবার ক্রাইম প্রতিরোধে আইনের যে খসড়া প্রণীত হয়েছে তাতে কি আপনি সন্তুষ্ট?

সবুর খান : খারাপ না। কিছু কিছু বিষয় যুক্ত-বিযুক্ত হতে পারে এবং হবেও। তবে সামগ্রিকভাবে এটা ভালো একটা আইনে পরিণত হওয়ার যোগ্য।

ইনকিলাব : তরুণ সমাজের অবক্ষয়ের অন্যতম মাধ্যম পর্ণোগ্রাফি। এমনকি সাইবার ক্যাফেগুলোর নির্মাণ শৈলীও পর্ণোগ্রাফিকে উৎসাহ যোগায়। এসব প্রতিরোধের উপায় কী?

সবুর খান : এটি সরকারের নীতিগত ও নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে সহজেই বন্ধ করা সম্ভব। নীতিগতভাবে বন্ধ করতে সরকারের পক্ষ থেকে বিটিআরসিকে নির্দেশ দিলেই চলে। অন্যটি সম্ভব আইন প্রণয়ন করে। এখন তো সফটওয়্যারের মাধ্যমেই এসব বন্ধ করা সম্ভব।

ইনকিলাব : বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রতিবছর পাস করা ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা কত এবং দেশের বাজারে সার্বিক আইসিটি স্কিল গ্রাজুয়েটদের চাহিদা কত?

সবুর খান : প্রতি বছর ৩০ হাজারের মতো শিক্ষার্থী পাস করছে। এছাড়াও আইসিটি রিলেটেড শিক্ষায় পাস করছে আরও ত্রিশ হাজার। এ সংখ্যক স্কিলড ছেলেমেয়েদের মধ্যে খুব কম চাকরি হয়। বেসরকারী খাতে সরকারীভাবে ১০ থেকে ১৫ হাজার ছেলেমেয়ে সরাসরি নিয়োগ পাচ্ছে। এছাড়াও এদের মধ্যে ৪ থেকে ৫ হাজার ছেলেমেয়ে নিজেরা বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়ে ব্যবসা শুরু করে। অন্যরা এ খাত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কোম্পানীতে চাকরি করে। এক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর একটি ভূমিকা থাকা উচিত। যেমন ডেফোডিল ইউনিভার্সিটিতে ক্যারিয়ার ডেভলপমেন্ট সেন্টার করা হয়েছে। এতে যারা চাকরি পাচ্ছে না তারা এখানে জানতে পারছে তাদের

ঘাটতি কোথায়।

ইনকিলাব : বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের আইসিটি লার্নেড স্টুডেন্টদের অংশগ্রহণ কতটুকু?

সবুর খান : এ সংখ্যাটি বার্ষিক পাস করা হারের শতকরা ৫ ভাগ।

ইনকিলাব : এ সংখ্যা বাড়ানোর উপায় কী?

সবুর খান : এক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রাখতে পারে বাংলাদেশের দূতাবাসগুলো। তারা বাংলাদেশের আইসিটি ট্যালেন্টদের জন্য সেসব দেশের সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোতে সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে।

ইনকিলাব : দেশের অভ্যন্তরে চাকরির বাজার সৃষ্টিতে এখন বড় ভূমিকা রেখেছে জব পোর্টালগুলো। এক্ষেত্রে ডেফোডিলের ভূমিকা সম্পর্কে বলুন।

সবুর খান : মালয়েশিয়াভিত্তিক কোম্পানী জবস্ট্রীট তাদের মার্কেট পলিসিতে ব্যর্থ হওয়ায় আমরা তা কিনে আমাদের কার্যক্রম চালানোর সিদ্ধান্ত নেই। সে হিসেবে জবস্ট্রীট এখন জবস বিডি আকারে তার কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

ইনকিলাব : আপনার ভবিষ্যত পরিকল্পনা কী?

সবুর খান : আমরা মালয়েশিয়া, মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্বের অনেক দেশে ফরেন এডুকেশন সিস্টেম চালু করার পরিকল্পনা করছি। আমি আশা করি এর ফলে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা দেশে আনতে পারবো। এছাড়াও আইটি সেক্টরে কিছু প্রোডাক্ট তৈরী করতে চাই আমরা। এতে লোকাল ও ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট ধরা সম্ভব। পাশাপাশি জব পোর্টালটির কার্যক্রম বিশ্বের ৩০ থেকে ৩৫টি দেশে ছড়িয়ে দিতে চাই।

আইটি সংবাদ

ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে বিটিআরসি'র রোড শো

প্রোটেকটিং চিলড্রেন ইন সাইবার স্পেস– শ্লোগানকে সামনে রেখে আইসিটি বিষয়ে সচেতনতা তৈরী এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে আগামী দিনের সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনে 'বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন অ্যান্ড রেগুলেটরি কমিশন (বিটিআরসি)'র আয়োজনে এবং স্প্ল্যাশ গ্রুপের তত্ত্বাবধানে বর্ণাঢ্য এক রোড শো' গত ১০ মে চট্টগ্রামে শুরু হয়েছে। চট্টগ্রামে জেলা প্রশাসক ফরিদ উদ্দিন চৌধুরী রোড শোর উদ্বোধন করেন। রোড শো'টি চলবে ১৬ মে পর্যন্ত।

জেএএন অ্যাসোসিয়েটস'র ডিলারদের বিদেশ ভ্রমণ

বাংলাদেশে ক্যানন সিস্টেম পণ্যের অনুমোদিত পরিবেশক জেএএন অ্যাসোসিয়েটস তার ডিলার ও রিসেলারদের সপ্তাহব্যাপী সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়া ভ্রমণের আয়োজন করে। গত ২০-২৬ এপ্রিল এই প্রণোদনামূলক ভ্রমণের আয়োজন করা হয়। ২৭ জন ডিলার ও রিসেলারের সাথে ওই গ্রুপে ছিলেন– জেএএন অ্যাসোসিয়েট'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক আবদুল্লাহ এইচ কাফি, মহাব্যবস্থাপক আবদুল্লাহ আল সাফি ও কবীর হোসেন প্রমুখ।

সাড়ে ৮ হাজার টাকায় এলসিডি মনিটর

অবিশ্বাস্য কমমূল্যে চায়নার বিখ্যাত গ্রেটওয়াল ব্র্যান্ডের এম৮ডব্লিউএওয়াই মডেলের এলসিডি মনিটর বাংলাদেশে আনলো মিরাকম টেকনোলজিস লিমিটেড। সম্পূর্ণ নতুন গ্রেটওয়াল এ মনিটরটির রেজুলেশন

১৩৬৬৬৭৬৮(ডব্লিউএক্সজিএ)। কনট্রাট ১০০০:১। ১৮.৫ ইঞ্চি ওয়াইড এলসিডি ডিসপ্লে সমৃদ্ধ এ মনিটরটির দাম পড়বে মাত্র ৮ হাজার ৫শ' টাকা। এই পণ্যে রয়েছে ১ বছরের বিক্রয়োত্তর সেবা। যোগাযোগ : ০১৭১২-৬৫১৫১৭, ৯৬৬৫৭১১

❑ টিন এন আইটি ডেস্ক

ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপের উদ্যোগ নিচ্ছে সরকার

সরকার ভূমি জরিপের জন্য প্রচলিত প্রাচীন ও জটিল পদ্ধতির পরিবর্তে ডিজিটাল জরিপ পদ্ধতি শুরু করতে যাচ্ছে। এর অংশ হিসেবে একটি পাইলট প্রকল্প সাভারের ৫টি মৌজায় চলছে। সাভার উপজেলার কলমা, আরকান আউকাপাড়া, জিঞ্জিরা ও খাগান মৌজায় পরীক্ষামূলক ডিজিটাল জরিপ কার্যক্রম চলছে। প্রকল্পটির মেয়াদ শেষ হবে আগামী ৩০ জুন। পরবর্তীতে এই পকল্পের অভিজ্ঞতার আলোকে দেশব্যাপী ডিজিটাল পদ্ধতিতে জরিপ শুরু হবে। এ সংক্রান্ত একটি প্রাক্কলিত ব্যায় ভূমি মন্ত্রণালয় থেকে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে ইতোমধ্যে প্রেরণ করা হয়েছে। দেশব্যাপী এ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য খরচ ধরা হয়েছে প্রায় ৩ হাজার কোটি টাকা। সনাতনী পদ্ধতিতে জরিপের নানা ত্রুটির কারণে একজনের জমি আরেকজনের নামে রেকর্ড হওয়ার মতো ঘটনা ঘটছে। সময় সাপেক্ষ সনাতনী পদ্ধতির নানান জটিলতার কারণে জমিসংক্রান্ত বিরোধ বেড়েই চলেছে। ডিজিটাল পদ্ধতিতে জমির জরিপ ও রেকর্ডের প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে জমিজমা সংশ্লিষ্ট হয়রানি কমবে বলে সকলের ধারণা।

❑ আমাইন বাবু

টিন এন আইটি বিভাগে লেখা ও নিউজ পাঠানোর

email address : adigonto06@gmail.com